পাঠক ফোরাম

মধ্যযুগীয় বর্বরতা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। দ্বিতীয়বারও আপনি একই পদে আসীন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বিরোধী দলে তথা রাজপথে থাকার অভিজ্ঞতা আপনার আছে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই আপনার ভালো করে জানা আছে জনগণের ওপর পুলিশের নিপীড়নের মাত্রাটা কেমন! ইয়াসমিন, সীমা, রুবেল, তানিয়া এদের কথা নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যাননি। তাছাড়া নারী নেত্রী মনি বেগমের কথা নিশ্চয় আপনার স্মরণে আছে। এরা সবাই পুলিশের নির্মম নিপীড়ন এবং অশ্লীলতার শিকার। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অগোচরে পুলিশ ছাত্রী হলে ঢুকে গভীর রাতে যা করলো, তা রীতিমতো ভয়াবহ ও উদ্বেগজনক। সাধারণ ছাত্রীদের ওপর মধ্যযুগীয় কায়দায় পুলিশের শারীরিক নিপীড়ন তথা যৌন হয়রানি কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। পুলিশ এখন যা খুশি তাই করার ক্ষমতা রাখে। আপনি একজন নারী, নারীর ওপর এমন ভীতিকর ও লজ্জাজনক নিপীড়নের সুষ্ঠ বিচার অবশ্যই আপনাকে করতে হবে।

ফারদিন ফেরদৌস, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ভোট দেয়ার অপরাধ

২ আগস্ট সংখ্যা সাপ্তাহিক ২০০০ মুগ্ধ করেছে। কাকে ধন্যবাদ দেব। কাকে কৃতজ্ঞতা জানাব! পুরো ২০০০ পরিবারের সবাইকে আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন। খালেদার ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ভিসি আর বই কেনাবেচার রাজনীতি— এক কথায় অসাধারণ! কথায় বলে 'ডিম পাড়ে হাঁসে- খায় বাঘডাশে'। বিএনপিকে ভোট দেবার অপরাধ টেলিফোনে মাল্টি মিটারিং, টিভির লাইসেন্স ফি বৃদ্ধি, সঞ্চয়পত্র বন্ধ, জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি, দেলাওয়ার হোসেইন: সাঈদীর বই পাঠ আর ধর্ষণ, ছাত্রী হলে বর্বর নির্যাতনের শিকার হওয়া ও শিশু অপহরণ আর খুন।

কাকলি, শামসুন্নাহার হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গলাবাজ সাঈদী

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৮ সালে দেশে ব্যাপক বন্যা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যাকে নিয়ে রাজনীতি করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা সচেতন মহল ভালোই জানেন। জামায়াত নেতা দেশের প্রখ্যাত গলাবাজ, স্বাধীনতা বিরোধীদের মুখপাত্র, কেউ কেউ বলেন Canvasser '৯৮-এর এ বন্যাকে 'আওয়ামী বন্যা' নামে অভিহিত করেন। এমনকি বন্যাসৃষ্ট দুর্যোগকে আওয়ামী সরকারের ওপর 'আল্লাহর গজব' বলে প্রচার করেছিলেন। বর্তমানে তার সরকার তথা ইসলামী মূল্যবোধের সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। ইসলামী মূল্যবোধের সরকার হিসেবে তিনি বিভিন্ন জায়গায় তাফসির মাহফিল, দলীয় সভায় এ সরকারের চিরস্থায়িত্বের জন্য মোনাজাত করে আসছেন। গলাবাজ সাঈদী সাহেব এবারের বন্যাকে 'ইসলামী মূল্যবোধের সরকারের বন্যা' বলবেন না কি নতুন কোনো নামের সংস্করণ করবেন?

Belal Uddin, Post Box- 13207,
71953 Kaifan, Kuwit.

একজন রাজপুত্রের গল্প

রাজনীতি মানে রাজার নীতি, আর এই রাজনীতি করবেন রাজা এবং রাজার পুত্ররা। হচ্ছেও এমনটি। এই যেমন সদ্য পদত্যাগ-কারী রাষ্ট্রপতি

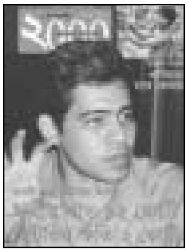

বি. চৌধুরীর পুত্র মাহী বি. চৌধুরী। সাপ্তাহিক ২০০০-এর বর্ষ ৫ সংখ্যা ১১-এর প্রচ্ছদ কাহিনী পড়ে চমকে উঠি। সত্যিই এমন রাজনীতি রাজপুত্রদেরই মানায়। মাহী বি. চৌধুরীর রাজনীতির আনন্দ ঘন্টার যাঁতাকলে পড়ে দেশ হারাচ্ছে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব। আর এই রাজপুত্র! সেই টাকা দিয়ে ভরে যাচ্ছেন নিজস্ব ধনভান্ডার।

ইমতিয়াজ
বিরল, দিনাজপুর

বড়লোকের সরকার

কিছুদিন আগে অর্থমন্ত্রী কয়েকটি সঞ্চয়পত্র বন্ধ করে দিয়েছেন এবং কয়েকটি সঞ্চয়পত্রের মুনাফা কমিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সঞ্চয়পত্রের মুনাফার অঙ্কের তারতম্য না করে একহারে সব মুনাফার ওপর শতকরা ৫ ভাগ হারে ভ্যাট আরোপ করেছেন। ৩ বছর মেয়াদি সঞ্চয়পত্রের মাসিক মুনাফা ১৩০০ থেকে কমিয়ে ১০০০ টাকা করেছেন। আবার তার ওপর শতকরা ৫ ভাগ ভ্যাট কেটে রাখছেন। আগে মুনাফা ২৫ হাজার টাকার উর্ধ্বে হলে ১০ ভাগ হারে ভ্যাট দিতে হতো। এখন তা নয়, এখন সব মুনাফার ওপরই ভ্যাট দিতে হবে। যারা আগে অধিক অর্থ খাটিয়ে প্রচুর মুনাফা পেতেন, তারা ১০ ভাগ ভ্যাট দিতেন। এখন তাদের ১০ ভাগের স্থলে ৫ ভাগ ভ্যাট দিতে হবে।

জাহাঙ্গীর চাকলাদার
লালবাগ, ঢাকা

ধন্যবাদ মি. চৌধুরী

সাবেক রাষ্ট্রপতি এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হওয়ার পর তার নিজস্ব নির্বাচনী এলাকায় গিয়ে জনগণকে বলেন, 'ঘুষ দেবেন না— কাউকে ঘুষ দেবেন না।' আমরা মফস্বলবাসী বেশ আশান্বিত হয়েছিলাম, কেননা বিএনপি'র নির্বাচনী অঙ্গীকারের অন্যতম প্রধান বক্তব্য ছিল দুর্নীতি নির্মূল। সম্প্রতি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টে দেখা যায়, দুর্নীতির অবসান হয়নি বরং বেড়েছে। সম্প্রতি সরকারি দলের গোলাগুলি, টেন্ডারবাজির মাঝে নিহত হয়েছে বুয়েটের ছাত্রী সনি। যা হোক, রাষ্ট্রপতি তার কথা রেখেছেন অর্থাৎ ঘুষ দেননি। কথায় হোক, লেখায় হোক, বিবৃতিতে হোক বা তার কার্যক্রমে হোক— কাউকে তৈলমর্দন করেননি। ধন্যবাদ মি. চৌধুরী, দীর্ঘজীবী হোন।

মাহবুবর রহমান
বাগেরহাট

অশনি সংকেত

কিছুদিন আগে লোমহর্ষক শিহাব হত্যার রায় বেরিয়েছে। যেভাবে তারা নৃশংসভাবে শিহাবকে খুন করেছে, তার জন্য অভিযুক্ত ৬ জনের মধ্যে ৪ জনকেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। এরকম নৃশংস হত্যাকাণ্ড আরও হয়েছে যেমন তৃষা হত্যা, বাপ্পী হত্যা, সূত্রাপুরের জোড়া খুন, এরশাদ শিকদারের নৃশংসতা, ব্যবসায়ী আলম হত্যা কিংবা কয়েক বছর আগে নিদারাবাদ হত্যাকাণ্ড অথবা ইলিসিয়াম ভবনে কিশোর হত্যা ইত্যাদি। আমি উদ্বিগ্ন যে কারণে তা হলো, মানুষের মানবিকতার পরিবর্তন। মানুষ যেন দিন দিন বর্বর হয়ে যাচ্ছে। তার ভেতরের মনুষ্যত্বকে গ্রাস করছে পাশবিকতা। সাম্প্রতিক সময়ের এসব ঘটনা আমার এ ধারণাকেই বদ্ধমূল করছে। আমরা আর কতো বর্বর হবো?

এসএম নওশের, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ
E-mail : nowsheer@dhaka.net

রাস্তা সংস্কার

সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারা থানার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়ন একটি জনবহুল এলাকা। প্রায় ১.৫ লাখ লোকের বসতি এই থানায়। লক্ষ্মীপুর বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে জেলা শহরের একমাত্র রাস্তা। এই রাস্তা দিয়ে দৈনিক হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করে। হরিণাপাটি থেকে বাংলাবাজার পর্যন্ত প্রায় ৭ কি. মি রাস্তা। দুর্ভোগের বিষয় হচ্ছে, বহুদিন রাস্তাটি সংস্কার করা হয়নি। বিগত আওয়ামী শাসনামলে বাংলাবাজার থেকে চকবাজার পর্যন্ত ২ কি. মি রাস্তা পাকা করে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ। বাকি ৫ কি. মি রাস্তা চকবাজার থেকে সুরমা নদীর পাড় পর্যন্ত অবশিষ্ট কাজ এখন পর্যন্ত করা হয়নি। জনসাধারণকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে নিত্যদিন।

ফারুক আহমেদ রায়হান
রায়সাহেব বাজার, ঢাকা

প্রতারক ক্যানভাসার

ঢাকা মহানগরীতে ক্যানভাসার-দের উৎপাত অনেক বেড়েছে। প্রথমে তারা লোক সমাগম করে। পরে ধীরে ধীরে বিভিন্ন রোগের ওষুধ বা তাবিজ বের করে নানা কৌশলে টাকা আদায় করে নেয়। ঢাকা মহানগরীতে ক্যানভাসারদের জন্য উপযুক্ত স্থান হলো ব্যস্ততম এলাকা। গুলিস্তান, ফুলবাড়িয়া,

সদরঘাট, কোর্ট প্রাঙ্গণ, ফার্মগেট, মহাখালী, সায়েদাবাদ, মিরপুর ১ ও ১০ নম্বরসহ বিভিন্ন এলাকায় এদের দেখা যায়। এটা ঠিক নয়। ক্যানভাসাররা প্রতিনিয়ত প্রতারিত করছে সাধারণ পথচারীদের। তারপরেও মানুষ ক্যানভাসারদের মিষ্টি কথা বিশ্বাস করে। তারা ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা শোনে।

সৈয়দ সাইফুল করিম
মিরপুর, ঢাকা

একটু শুনুন

সময়ের সঙ্গে সবকিছুরই পরিবর্তন সাধিত হয়। সাপ্তাহিক ২০০০-ও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। ১৯ জুলাই, ২০০২ বর্ষ ৫ সংখ্যা ১০ ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই এতে মোট পৃষ্ঠার সংখ্যা ৮৪ এবং এর বিজ্ঞাপন সংবলিত পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১। অর্থ দাঁড়ায় চার ভাগের এক ভাগ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন সংবলিত। এতে বৃহত্তর পাঠক সমাজ প্রিয় পত্রিকাটির প্রিয় কতকগুলো বিভাগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। পাঠক সমাজের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে অনুরোধ, 'নিয়মিত বিভাগ থেকে আমরা বঞ্চিত হতে চাই না।' পত্রিকাটির মানোন্নয়নে নিয়মিত বিভাগগুলো বাদ না দিয়ে নতুন নতুন বিভাগ সংযোজন করা উচিত। আশা করি, পাঠক সমাজ আমার সঙ্গে একমত হবেন।

জয়
মিশন রোড, দিনাজপুর

বাংলা হবে নাইজেরিয়া

গ্যাস বাংলাদেশের এক অমূল্য সম্পদ। যেহেতু বাংলাদেশে প্রাপ্ত সামান্য কয়লা খুব গভীরে, যার উত্তোলন লাভজনক নয় এবং তেল পুরোটাই আমদানি করতে হয়, যেহেতু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং পারমাণবিক জ্বালানির কারিগরি সম্ভাবনা কম। যেহেতু আগামী ৫০ বছরেও সুলভ বিকল্প জ্বালানি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা নেই, সে কারণে গ্যাস আমাদের একক এবং প্রধান জ্বালানি উৎস। ডলারের লোভে আমরা আমাদের গ্যাস রপ্তানি করতে পারি না। গ্যাস রপ্তানি করলে আমাদের অবস্থা কেমন হবে তা নাইজেরিয়াকে দেখে আমরা বুঝতে পারি।

বোরহান উদ্দিন সোহেল
মাইজদী, নোয়াখালী

প্রসঙ্গ তেল

আমি একজন সৌদি প্রবাসী। এখানে এসে রান্নাবান্নার হাতেখড়ি। দেশে থাকতে দেখেছি, মহিলারা তেল তরকারিতে অল্প দিতো। কারণ বেশি তেল খেলে পেটে অসুবিধা হবে তাই। পক্ষান্তরে এখানে তুলনামূলকভাবে পানির চেয়ে তেল বেশি দেয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আমাদের দেশে যেখানে একটু বেশি তেল খেলে গ্যাস্ট্রিক, বদহজম ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়, সেখানে এ দেশে তেল চুমুক দিয়ে খেলেও কোনো অসুবিধা হয় না। আসল কথাটা হলো, এ দেশের তেল ভেজালমুক্ত ও পরিশোধিত। আর আমাদের দেশের তেল ভেজালযুক্ত ও অপরিশোধিত! তাই বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি— তেলে ভেজাল দেয়া ব্যবসায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন।

মোঃ হুমায়ুন কবির নয়ন
বোরাইদা, সৌদি আরব

কানাদের হাতে কুড়াল

'বই কেনাবেচার রাজনীতি'— বিশেষ প্রতিবেদনটির জন্য প্রিয় সাপ্তাহিক ২০০০কে আমার অশেষ অভিনন্দন। প্রতিবেদনটি তৈরির সময় প্রতিবেদকদ্বয় বই নির্বাচক কমিটির সবার নাম উল্লেখ করলে ভালো হতো। ভালো হতো বই ক্রয় প্রকল্পগুলোর পরিচয় আলাদা করে তুলে ধরলে। ছদ্মবেশী প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের উপদেষ্টা আব্দুল মান্নান সৈয়দ পুরস্কার হিসেবে নজরুল ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক হয়েছেন। আব্দুল হাই শিকদার এক সময় ফ্রিডম পার্টির ঘনিষ্ঠ লোক ছিলেন, মাহমুদ শফিক, রেজাউদ্দিন স্টালিন এরশাদ জমানায় কি করেছেন সবাই জানেন। আওয়ামী লীগ সরকার সৃজনশীল লেখকদের মননশীল গ্রন্থকে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য প্রকল্পটি চালু করেছিলেন। কিন্তু তারাই সেটিতে কলঙ্কের দাগ দিয়েছিলেন। বিএনপি'র নিকৃষ্ট, অযোগ্য লেখক নামধারীরা সেটিকে ১০০ ভাগই কলঙ্কিত করে ফেলেছেন। বিএনপি'র একজন কর্মী হিসেবে, সমর্থক হিসেবে প্রতিবেদনটি পড়ে মরমে মরে গেছি। যতোবারই বিএনপি ক্ষমতায় আসে, কানাদের হাতে কুড়াল তুলে দেয়। তারা সব ফলজ গাছ কেটে শেষ করে ফেলে। এবার তো আরো সোনায় সোহাগা, শিবিরের চাইনিজ কুড়ালও সঙ্গে আছে!

ইমরোজ খালেদ খান, বকশি বাজার, ঢাকা

দেশ রসাতলে

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চার দলীয় তথা বিএনপি সরকার গঠনের পর আমরা বিএনপি সমর্থিত ৭/৮ জন প্রবাসী বন্ধু মিলে দক্ষিণ কোরিয়ায় মনের আনন্দে একটি হরিণ জবাই করে খেয়েছিলাম এই ভেবে যে, হয়তো সামনের দিকে দেশের অবস্থা ভালো হবে। দেশ থেকে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দলীয়করণ, দখল এবং আইনশৃঙ্খলার উন্নতি হবে। জোট সরকারের কতগুলো মাস পার হলো, আজও কি আমরা কোনো কিছুর উন্নতি দেখতে পাচ্ছি? যে আশা করে জনগণ বিএনপিকে সরকার গঠনে সহায়তা করেছে, সরকার জনগণের সেই আশা পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

মোঃ আমান
দক্ষিণ কোরিয়া

নাগরিক সভ্যতা

রাস্তায় চলতে চলতে ব্যস্ততায় হঠাৎ করে কলা বা আমের খোসায় হোঁচট খেয়ে হাড় ভেঙে যাওয়া, তারপর পঙ্গু হাসপাতাল, দালালের খপ্পর, উল্লেখযোগ্য পরিমাণ টাকা খরচ, চিরকালের জন্য পঙ্গু। সিগারেটের শেষাংশ না নিভিয়ে রাস্তায় ফেলা থামানো রিকশার চাকায় আগুন লেগে হঠাৎ পাংচার, আরোহী কুপোকাত, ট্রেন-বাসে জার্নির সময় পাশের যাত্রীর ঘাড়ে মাথা এগিয়ে লালা ফেলে ইস্ত্রী করা শার্ট একাকার। গুরুত্বপূর্ণ মিটিং চলছে, সোনারগাঁও হোটেলের বলরুম; নীরবতা ভেঙে এককে সময় এক কর্নার থেকে বেজে উঠলো, 'থের থের; কিউ কিউ; কু... মোবাইল। নামাজের সেজদায় গেছি, তাও মোবাইলের অনাহূত চিৎকার। স্ত্রী-মেয়েকে নিয়ে রাস্তায় হাঁটছি, বেপথু ছেলেদের জটলা এবং অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার, ক্লিনিকের ওয়েটিং রুমে একজন জাহাজের মতো নাকে-মুখে ধোঁয়া ছাড়ছে। বললাম, এখানে সিগারেট না খেলেই কি নয়? বাজখাই কণ্ঠে উত্তর 'কারো বাপের পয়সায় খাই না'। এসব আচরণ যতো কম হয় ততোই ভালো। মানুষের জন্য, সমাজের জন্য আচরণগত পরিবর্তন বড়ই প্রয়োজন।

ডা: মোস্তফা আবদুর রহিম
মিরপুর, ঢাকা

ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি

গত ১৪ জুলাই মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে সাধারণ ছাত্রীদের ওপর নারকীয় নির্যাতন ছাত্ররাজনীতি ও শিক্ষক রাজনীতির বিষাক্ত ফসল। আমাদের দেশে ছাত্ররাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস থাকলেও বর্তমানে এটি রাজনৈতিক দলসমূহের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ছাত্র নামধারী নেতারা লিপ্ত থাকে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, অপহরণ, টেন্ডারবাজি ও নানা অনৈতিক কাজে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ছাত্রনেতারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অর্থাৎ, প্রায় ৪/৫ বছর আগে তাদের ছাত্রত্ব শেষ হয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা দলীয় প্রভাব খাটিয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বঞ্চিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে অবৈধভাবে বাস করে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তথা শিক্ষকগণ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ছাত্রনেতাদের এহেন কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেন। কখনো কখনো নিজেদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য এই ছাত্র নামধারী নেতাদের ব্যবহার করেন। এ সবই ঘটেছে ছাত্ররাজনীতি ও শিক্ষক রাজনীতির ঘৃণ্য প্রভাবের কারণে। এই উভয় ধরনের রাজনীতি শিক্ষার্থীদের জীবনে এক অভিশাপ। ছাত্র বা শিক্ষকগণ রাজনীতি সচেতন হবেন— এটা কাম্য হলেও তাদের রাজনীতিতে সক্রিয় থাকাটা আজ আর কাম্য নয়। কারণ রাজনীতির মূল দর্শনের বাইরে থেকে তারা রাজনীতি করেন। তাই বলা হয়, শিক্ষক ও ছাত্ররাজনীতি হলো এক ধরনের HIV ভাইরাস।

গুল রেহান আনোয়ার, শেওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা

দুর্বল পররাষ্ট্রনীতি

মালয়েশিয়ায় হাজার হাজার বাংলাদেশী আজ বেশ সংকটের মধ্যেই আছে। নির্ধারিত ওয়ার্ক পারমিট প্রদানে এ দেশের সরকারের কঠোর আদেশ সেই ইঙ্গিতই বহন করে। কাজে (অড জব) অদক্ষ, অপারদর্শী শ্রমিক ছাঁটাই এবং দ্বিগুণের বেশি পারমিট চার্জ নির্ধারণ করা— এ সবই বাংলাদেশী শ্রমিকদের প্রতিকূলতার মধ্যেই পড়ে। দক্ষ, পারদর্শী এবং পরিমিত পারমিট চার্জ দিয়েও সাময়িক পারমিট পাওয়াটা ইউরোপ, আমেরিকান গ্রিন কার্ড পাওয়ার মতো কঠিন হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে সহজতর বা গতানুগতিক করা যে যেত না তা কিন্তু নয়। বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে যদি কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হতো, তবে মালয়েশিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী বাঙালিদের ধারণা এ দেশের সরকার এতোটা কঠোর হতো না। এটা বাংলাদেশ পররাষ্ট্রনীতির ও প্রবাসী মন্ত্রণালয়ের ব্যর্থতাই বলা চলে।

Monir 212@Yahoo.com
Malaysia.